সালাতুত তাসবীহ পড়ার নিয়ম

১. প্রথমে সানা পড়ুন এবং সূরা ফাতিহা পড়ার আগে নিচের কালিমাগুলো পড়ুন (যা তৃতীয় কালেমা বলে পরিচিত):

سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر (পনের বার পড়ুন)

[সুবহানআল্লাহ ওয়াল হামদুলিল্লাহ ওয়া লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়াল্লাহু আকবার]

২. তারপর اَعُوْذُ এবং بِاسْمِ اللهِ পড়ে সূরা ফাতিহা পড়ুন এবং যেকোনো সূরা মিলিয়ে পড়ুন, তারপর ঐ একই কালিমাগুলো দশবার পড়ুন, তারপর রুকুতে যান।

৩. রুকুতে গিয়ে আবার দশবার ঐ কালিমাগুলো পড়ুন। আবার রুকু থেকে দাঁড়িয়ে দশবার পড়ুন।

৪. তারপর প্রতি সেজদায় দশবার পড়ুন এবং দুই সেজদার মাঝখানে বসা অবস্থায় দশবার পড়ুন।

পুরো চার রাকআত নামায এ নিয়মেই পড়তে হবে। অতএব প্রতি রাকআতে ৭৫ বার তাসবীহ পড়তে হবে এবং চার রাকআতে ৩০০ বার পড়া হবে। (তিরমিযী)

সালাতুত তাসবীহ পড়ার জন্য সূরা ফাতিহার সাথে কোনো নির্দিষ্ট সূরা পড়ার কথা উল্লেখ নেই। যেকোনো সূরা পড়া যায়। সাইয়্যেদুনা আব্বাস রাদিয়াল্লাহু আনহুকে এ বিষয়ে জিজ্ঞেস করা হলে তিনি বলেন, "সূরা তাকাসুর, সূরা আসর, সূরা কাফিরূন, সূরা ইখলাস।" কোনো কোনো আলেম বলেছেন, সূরা হাদীদ, সূরা হাশর, সূরা সাফ্ এবং সূরা তাগাবুন। (রাদ্দুল মুহতার)

islamiclife বাংলা .com

সালাতুত তাসবীহ আদায় সম্পর্কিত কিছু গুরুত্বপূর্ণ বিষয়

ক) মুখে মুখে গণনা করে তাসবীহের হিসাব রাখা যাবে না, কারণ তা নামায ভেঙে দেবে। হাতের আঙুলকে চাপ দিয়ে হিসাব করা যাবে।

খ) নামায পড়ার নিষিদ্ধ সময় ব্যতীত যেকোনো সময়ে তা পড়া যাবে।

গ) কোনো কোনো বর্ণনামতে, তৃতীয় কালিমার সঙ্গে

لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم

পড়ার কথা আছে। [লা-হাওলা ওয়ালা কুওয়াতা ইল্লাবিল্লাহিল আলিয়্যীল আযীম]

ঘ) রুকু ও সেজদার তাসবীহ যথাযথ পড়তে হবে, তারপর তৃতীয় কালিমাটি পড়তে হবে।

ঙ) কারো কিছু তাসবীহ ছুটে গেলে তা পরবর্তী রোকনে পড়তে হবে (অবশ্য কওমা বা জলসার সময় নয়, অর্থাৎ, রুকু থেকে দাঁড়ানো অবস্থায় বা দুই সেজদার মাঝখানে বসা অবস্থায় নয়)। উদাহরণ, কেউ রুকুতে তাসবীহ কম পড়ে ফেলল, তাহলে সে ঐ রাকআতের প্রথম সেজদাতে তার ক্ষতিপূরণ করে ফেলবে - নিয়ম হলো সেজদার জন্য নির্ধারিত তাসবীহগুলো আগে পড়ে নেবে। তারপর ছুটে যাওয়া তাসবীহগুলো পড়বে।

চ) এই নামাযে, কওমাতে (অর্থাৎ, রুকু থেকে সোজা হয়ে দাঁড়ানো অবস্থায় – যা কিনা সেজদায় যাওয়ার আগের অবস্থা), তাসবীহগুলো হাত বেঁধে (যেভাবে নামাযে হাত বাঁধা হয়) তারপর পড়তে হয়।

আল্লাহ পাক আমাদের সবাইকে জীবনে একবার হলেও সালাতুত তাসবীহ আদায় করার তাওফীক দান করুন। আমীন